৫.২. 'বস্তুবাদ' বলতে কী বোঝায় ?
What is meant by Realism?

যে মতবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না, [illegible] না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকে, তাকে 'বস্তুবাদ' বলে। বস্তুবাদের সমর্থকরা এটাই বলেন যে, [illegible] মন' যেমন আছে 'জ্ঞানের বিষয়ও' তেমনি আছে—উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। [illegible] করে যেমন জ্ঞাতা-মন আছে, তেমনি জ্ঞাতা-মনের ওপর নির্ভর না করে বস্তুও আছে। আমার মনের [illegible] মনের) বাইরে গাছ, পাহাড়, নদী প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তু আমার মনের ওপর নির্ভর না [illegible] আছে এবং থাকবে। জ্ঞাতা-মনের জানা বা না-জানার ওপর বস্তুর থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে না [illegible] কথায়, জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর মন-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :

(১) 'জ্ঞান' বলতে বোঝায় দুটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞানের বিষয়ের' [illegible] সম্বন্ধ। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানতে হয় যে, জ্ঞানের বিষয়টি জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে [illegible] নিরপেক্ষভাবে থাকে। বস্তুবাদীদের মতে **জ্ঞাতা-মন যেমন আছে, জ্ঞানের বিষয়েরও তেমনি স্বতন্ত্র** [illegible] আছে।

(২) **জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তা নেহাৎই বাহ্যিক সম্পর্ক,** আন্তর-সম্পর্ক [illegible] আন্তর বা আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, যেখানে সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটির মধ্যে [illegible] একটির অস্তিত্ব নষ্ট হয়। যেমন—সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ। সমগ্র টেবিল থেকে তার একটি অংশ ভেঙে [illegible] সেই ভাঙা অংশটির অস্তিত্ব থাকলেও 'সমগ্র' টেবিলটির আর অস্তিত্ব থাকে না। বাহ্যিক সম্বন্ধ [illegible] আকস্মিক, তাই বিচ্ছেদ্য। বাহ্যিক সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটি আগে যেমন ছিল, তেমনি থাকে। যেমন, হাতের সঙ্গে কলমের সম্বন্ধ। হাত থেকে কলমটি (টেবিলে) রেখে দিলে হাত এবং [illegible] যেমনটি ছিল তেমনই থাকে। **বস্তুবাদীদের মতে, জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়-বস্তুর (যে বস্তুকে জানছি) [illegible] এমনই এক বাহ্যিক সম্বন্ধ।** আমার যখন টেবিলের জ্ঞান হয় তখন আমার সঙ্গে টেবিলের এক সম্বন্ধ [illegible] ওঠে এবং ঐ সম্বন্ধ ভেঙে দিলে (আমি চোখ বন্ধ করলে বা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে) আমার [illegible] এবং টেবিলের (জ্ঞেয়-বস্তুর) অস্তিত্ব আগের মতনই থাকে। টেবিলটি আমার 'জ্ঞানের বিষয়' না [illegible] 'কেবল বিষয়' হয়ে থাকতে পারে। সহজ কথায়, **বস্তুবাদীদের মতে, 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও** [illegible] **বিষয়ের অস্তিত্ব আছে।** এমন অজস্র বিষয় আছে যাদের আমরা জানিনা, যেসব এখনও আবিষ্কৃত [illegible] যেমন—সমুদ্রতলের অনাবিষ্কৃত মণি-মুক্তা।

(৩) **বস্তুবাদীরা বহুত্ববাদের সমর্থক।** জ্ঞান-সম্বন্ধ বাহ্যিক হলে মানতে হয় যে, জ্ঞাতার মনের বাইরে অজস্র বস্তু ছিল, আছে এবং থাকবে। এই জগতে অসংখ্য বস্তু আছে এবং তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব মনের বাইরে। জগৎ-বৈচিত্র্যের মূলে হল এই সব ভিন্ন ভিন্ন অজস্র বস্তু।

(৪) বস্তুবাদীরা আরও বলেন যে, **আগে বস্তুর অস্তিত্ব পরে সেই বস্তুর জ্ঞান। কাজেই আমাদের জ্ঞান বস্তুকে অনুসরণ করে, বস্তু জ্ঞানকে অনুসরণ করে না।** আমাদের মনের ধারণা অনুসারে বস্তুজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান বস্তুর দ্বারাই প্রভাবিত হয়, মনের দ্বারা নয়। বস্তু জ্ঞানকে সৃষ্টি করে, মন বা জ্ঞান বস্তুকে সৃষ্টি করে না।

৫.৩. বস্তুবাদের বিভিন্ন প্রকার
Different forms of Realism

সব বস্তুবাদী দার্শনিক মনের বাইরে বস্তুর (বস্তুজগতের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও 'বস্তুজ্ঞান' প্রসঙ্গে

1

বস্তু না থাকলেও বস্তুজ্ঞান হয়। সুতরাং 'জ্ঞেয়-বস্তুর মনোনিরপেক্ষ সত্তা আছে'—সরল বস্তুবাদীদের এমন কথা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়।

(ঘ) আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনেক সময় বিভ্রান্তিকর। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিভ্রান্তিকর হলে অপরাপর ক্ষেত্রেও তারা যে ভ্রান্তিজনক নয়—একথা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত এই যুক্তিতেই প্রথমে জাগতিক সব বস্তুর অস্তিত্বকে সংশয় করেন এবং পরিশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে জড়বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, 'ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও তার যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে'—সরল বস্তুবাদের এই নির্বিচার মতটি গ্রহণ করা যায় না।

বস্তুবাদ

জ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে ভাববাদ বিরোধী মতবাদ হল বস্তুবাদ। যে মতবাদ অনুসারে জ্ঞা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ জ্ঞাতার জ্ঞান নিরপেক্ষ এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর সম্পর্ক আকস্মিক ও বাহ্যিক সে মতবাদকে বলা হয় বস্তুবাদ।

বস্তুবাদের মূল বক্তব্য

বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হল—

[1] **অধিবিদ্যক বস্তুবাদ:** যে মতবাদ অনুসারে জড়বস্তুই জগতের মূল উপাদান এবং জড়বস্তু দিয়ে এই জগৎ ও জগতের সবকিছু প্রাণ, মন উৎপন্ন হয় সেই মতবাদকে বলা হয় অধিবিদ্যক বস্তুবাদ।

[2] **জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ:** যে মতবাদ অনুসারে জড়বস্তুর জ্ঞাতার জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং বাহ্য জড়বস্তুই জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে, জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেই মতবাদকে বলা হয় জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ।

[3] **জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক:** জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ আকস্মিক ও বাহ্যিক। যেমন—আমি জানলা খুলে একটি গোরু দেখলাম। জ্ঞাতা হল আমি, জ্ঞেয়বস্তু হল গোরু। এক্ষেত্রে গোরুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বাহ্যিক। কেন-না গোরু আমার মনের বাইরে বাস্তব জগতে আছে। এ সম্পর্ক সম্পূর্ণ আকস্মিক কেন-না এই সম্পর্ক পূর্বনির্ধারিত নয়।

[4] **জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তু পরস্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র:** বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় পরস্পর স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও বাস্তব। কেউ কারোর ওপর কোনোভাবে নির্ভরশীল নয়। যেমন জ্ঞাতা আমি না থাকলেও জ্ঞেয় বিষয় গোরু থাকবে। আবার গোরু না থাকলেও জ্ঞাতা আমি থাকব। তাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

[5] **জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ:** প্রত্যেক জ্ঞেয়বস্তুর নিজস্ব স্বরূপ ধর্ম আছে। জ্ঞাতা কোনোভাবে জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারে না।

[6] **জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞেয়বস্তুর ভূমিকা:** জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও বাহ্যবস্তু উভয়ই প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বাহ্যবস্তুর ভূমিকা বেশি। বাহ্যবস্তুর স্বরূপই জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে।

[7] **জাগতিক বস্তুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ:** জাগতিক বস্তুগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ, স্বাধীন। কেউ কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন তাজমহল ধ্বংস হলেও শহীদ মিনার থাকবে।

মূল্যায়ন: সুতরাং বস্তুবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে ভাববাদ থেকে পৃথক করেছে।

সরল বস্তুবাদের মূল্যায়ন

যে মতবাদ অনুসারে বস্তুর স্বরূপ, বস্তু-জগৎ, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বিষয় ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক, বস্তুজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের অভিমতকে প্রকাশ করা হয় সেই মতবাদকে বলা হয় সরল বস্তুবাদ। সরল বস্তুবাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নীচের যুক্তিগুলি দেওয়া হল—

[1] **সরল বস্তুবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে যে বস্তু যেমন তাকে আমরা ঠিক সেইভাবে প্রত্যক্ষ করি। তাই যদি হয় তবে আমরা দড়িকে সাপ বলে প্রত্যক্ষ করি কেন? এই সাপ কোথা থেকে এল? এই প্রশ্নের উত্তর সরল বস্তুবাদীরা দিতে পারেন না।

[2] **সরল বস্তুবাদ স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে পারে না:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে বাস্তব বস্তু ছাড়া জ্ঞান হয় না। তাই যদি হয় তবে স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তু ছাড়া জ্ঞান হয় কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর সরল বস্তুবাদীরা দিতে পারেন না।

[3] **জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারেন না:** একই বাতাস কারোর কাছে ঠান্ডা, আবার কারোর কাছে গরম মনে হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ বস্তুবাদকে জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা এই মতবাদ দিতে পারে না।

[4] **বস্তুর স্বরূপ ও অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না:** এই মতবাদ অনুসারে যা প্রত্যক্ষ করি তাই সত্য। তাই যদি হয় তবে সূর্য ও সূর্যের প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ (সূর্য) ও অবভাসের (সূর্যের প্রতিবিম্ব) মধ্যে পার্থক্য এই মতবাদ করতে পারে না।

[5] **বস্তু ও বস্তুর গুণ অভিন্ন হতে পারে না:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর গুণ অভিন্ন—একথা সত্য নয়। কেন-না একই জল কখনও গরম, কখনও বা ঠান্ডা। গুণের পরিবর্তন হলেও বস্তুর কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং জল = ঠান্ডা/গরম—এই বক্তব্য সত্য হতে পারে না।

[6] **বস্তু যেমন তাকে ঠিক তেমনভাবে প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু যেমন তাকে আমরা ঠিক তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু একথা সত্য নয়। কেননা বস্তুর জ্ঞান নির্ভর করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য, ক্ষমতা, গঠন, অবস্থান, সহকারী কারণ প্রভৃতি শর্তের ওপর। একই বস্তুকে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে। যেমন—তাজমহলকে সামনে থেকে দেখলে একরকম আবার ওপর থেকে দেখলে ভিন্ন রকম মনে হবে।

মন্তব্য: উপরিউক্ত কারণে সরল বস্তুবাদ সন্তোষজনক নয়। সরল বস্তুবাদকে সমালোচনা করে লক প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জন্যই সরল বস্তুবাদ দার্শনিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন **জন লক্**। লকের মতে, বস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকলেও **আমাদের বস্তুজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান**। লকের এই মতবাদকে **বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদও** বলা হয়, কেননা তিনি তাঁর যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে বস্তুর দু'প্রকার গুণের উল্লেখ করেন। যথা—**মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ**। এই মতবাদকে **প্রতীকবাদ** বা **প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলার** কারণ হল, এই মতে আমরা সরাসরি বস্তুকে জানি না, জানি বস্তুর ধারণা বা প্রতিরূপ। ধারণা বা প্রতিরূপ হল বস্তুর প্রতীক। জড়বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও আমরা তাকে ধারণা বা প্রতিরূপের **মাধ্যমে** জানি। ধারণা বা বস্তু-প্রতিরূপই হল আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞাতা-মনকে 'ম' অক্ষরে, প্রত্যক্ষগোচর ধারণাকে 'ধ' অক্ষরে এবং জড়বস্তুকে 'জ' অক্ষরে প্রতীকায়িত করলে লকের মতবাদটি হয়—

ম → ধ ← জ

অর্থাৎ মন সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করে তা হল ধারণা, বস্তু নয়। ধারণার **কারণস্বরূপ** জড়বস্তু থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে। **ধারণা বা প্রতিরূপের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর মিল হলে আমাদের জ্ঞান সত্য হয়, মিল না হলে জ্ঞান মিথ্যা হয়।**

গুণের বিভাগ : মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ :

লক্ তৎকালীন বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে বস্তুর গুণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণ হল বস্তুর নিজস্ব গুণ, যা কেউ প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক, বস্তুর মধ্যেই থাকে। বিজ্ঞান যেসব বস্তুধর্ম নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করে, যেসব ধর্মের পরিমাপ সম্ভব, সেই সব ধর্ম বা গুণ হল মুখ্য গুণ। যেমন—বিস্তার, আকার, আয়তন, গতি, ভার ইত্যাদি। বস্তুর স্বভাবেই এসব ধর্ম আছে। **মুখ্য গুণ প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ গুণ।**

অপরপক্ষে, **গৌণ গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়।** গৌণ গুণ বস্তুর ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপর। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, উষ্ণতা প্রভৃতি গৌণ গুণ। গৌণ গুণের অনুভব আমাদের যেভাবে হয়, ঠিক সেভাবে তারা বস্তুতে থাকে না। বস্তুকে আমরা যখন লাল দেখি তখন বস্তুটি যে তেমনই লাল, অর্থাৎ ঐ লাল ধর্মটি যে বস্তুকে আশ্রয় করে আছে, তা নয়। চোখ না থাকলে, বর্ণ-সংবেদন না হলে, 'বর্ণ আছে'—বলা যায় না। অনুভব না হলে কোনো বস্তুই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় হয় না। লকের ভাষায়—আমাদের অনুভবের বাইরে যে জগৎ, 'তা মিষ্টি অথবা টক নয়, উজ্জ্বল অথবা অন্ধকার নয়, নিনাদিত অথবা শব্দিত নয়, উষ্ণ অথবা শীতল নয়।'

কিন্তু **গৌণ গুণ মুখ্য গুণের মতো বস্তুগত না হলেও, কল্পিতও নয়।** এদের যে কোনোরূপ বাস্তব ভিত্তি নেই, তা নয়। এই **বাস্তব ভিত্তি হল, বস্তুর অন্তর্নিহিত এক অজ্ঞাত শক্তি।** বস্তুর মধ্যে এক অজ্ঞাত শক্তি আছে যার বলে বস্তু আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্দীপিত করে ও রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি গৌণ গুণের **ধারণার** সৃষ্টি করে। কাজেই গৌণ গুণগুলি স্বরূপে বস্তুতে না থাকলেও **'ধারণার উৎপাদক-শক্তিরূপে'** তাদের বস্তুগত সত্তা আছে। তবে যেহেতু তারা স্বরূপে বস্তুতে নেই, যেহেতু তারা প্রকৃতি ব্যক্তির অনুভবের ওপর নির্ভর করে, সে-কারণে তাদের বস্তুগত না বলে **'মনোসাপেক্ষ গুণ'** বলা হয়।

অতএব মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল—**মুখ্য গুণ বস্তুগত, মুখ্য গুণের ধারণা**

সরল বস্তুবাদের গ্রহণযোগ্যতা

সরল বস্তুবাদের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

সপক্ষে যুক্তি

সরল বস্তুবাদের সপক্ষে যুক্তিগুলি হল—

[1] **লৌকিক বস্তুবাদ:** সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে এই মতবাদের মিল আছে এবং সাধারণ মানুষের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে সরল বস্তুবাদকে লৌকিক বস্তুবাদও বলা হয়।

[2] **মন নিরপেক্ষ:** বস্তুর অস্তিত্ব ও গুণ যদি মন নিরপেক্ষ না হত তবে বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে কীভাবে মতৈক্য হত। যেমন—তাজমহল মনের বাইরে অবস্থিত বলে আমরা সবাই একসঙ্গে তাজমহল প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

[3] **বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব:** জ্ঞানের বিষয় যদি কেবল মনের ধারণা হত তবে সুখ ও দুঃখের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যেত না। বাস্তব বস্তুই সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন করে। বাস্তব বস্তুই ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। বাস্তব বস্তু না থাকলে বাস্তব ব্যবহার অসম্ভব হত।

[4] **সরাসরি প্রত্যক্ষ:** বস্তুকে যদি সরাসরি প্রত্যক্ষ না করতাম তবে জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা যেত না। কেন-না জ্ঞান তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যখন তা বাস্তব বিষয়ের অনুরূপ হয়।

[5] **সরল বস্তুবাদ:** এই মতবাদে দার্শনিক বিচারের কোনো স্থান নেই বলে মতবাদটি সরল বস্তুবাদ নামে পরিচিত।

বিপক্ষে যুক্তি

সরল বস্তুবাদের বিপক্ষে যুক্তিগুলি হল—

[1] **ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে যে বস্তু যেমন তাকে আমরা সেইভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি। তাই যদি হয় তবে আমরা দড়িকে সাপ বলে প্রত্যক্ষ করি কেন? বাস্তবে সাপ না থাকা সত্ত্বেও সাপ প্রত্যক্ষ করি কেন? এই সাপ কোথা থেকে এল? এই প্রশ্নের উত্তর সরল বস্তুবাদীরা দিতে পারেন না।

[2] **স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে পারে না:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে বাস্তব বস্তু ছাড়া জ্ঞান হয় না। তাই যদি হয় তবে স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তু ছাড়া জ্ঞান হয় কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর সরল বস্তুবাদীরা দিতে পারেন না।

[3] **জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে না:** একই বাতাস কারও কাছে ঠান্ডা, আবার অন্য ব্যক্তির কাছে গরম মনে হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর বা জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা এই মতবাদ দিতে পারে না।

[4] **বস্তুর স্বরূপ ও অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না:** এই মতবাদ অনুসারে যা প্রত্যক্ষ করি তাই সত্য। তাই যদি হয় তবে সূর্য ও সূর্যের প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ (সূর্য) ও অবভাসের (সূর্যের প্রতিবিম্ব) মধ্যে পার্থক্য এই মতবাদ করতে পারে না।

[5] **বস্তু ও বস্তুর গুণ অভিন্ন হতে পারে না:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর গুণ অভিন্ন, যা সত্য নয়। কেন-না একই জল কখনও গরম, কখনও বা ঠান্ডা। গুণের পরিবর্তন হলেও জলের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং, 'জল = ঠান্ডা বা গরম' এই সমীকরণ সত্য হতে পারে না।

[6] **যথার্থ প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়:** সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু যেমন তাকে আমরা ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু একথা সত্য নয়। কেন-না বস্তুর জ্ঞান নির্ভর করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য, ক্ষমতা, গঠন, অবস্থান, সহকারী কারণ প্রভৃতি শর্তের ওপর। একই বস্তুকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করে জ্ঞান অর্জন করে।

৫.৮. ভাববাদ
Idealism

ভূমিকা *(Introduction)*:

ভাববাদের মূল বক্তব্য হল, জ্ঞানের বিষয় কোনো মন বা চেতনার ওপর নির্ভরশীল, **জ্ঞেয় বস্তুর মনোনিরপেক্ষভাবে কোনো সত্তা নেই।** অবশ্য এই মন বা চেতনার প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদীদের মধ্যেও মতভেদ আছে। অনেকে 'মন' বলতে ব্যক্তি-মনকে আবার অনেকে 'মন' বলতে পরমাত্মাকে মনে করেন। বস্তুবাদের মতো ভাববাদেরও তাই প্রকারভেদ আছে। ভাববাদের মুখ্য দুটি প্রকার হল— **(১) জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ** এবং **(২) পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক ভাববাদ।** জ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ (Epistemological), আর সত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক ভাববাদ (Metaphysical Idealism)।

জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের আবার দুটি রূপ আছে: **(ক) আত্মগত ভাববাদ** (বার্কলে) ও **(খ) সবিচার ভাববাদ** (কান্ট)। আত্মগত ভাববাদ বস্তুবাদের ঠিক বিপরীত। **এই মতে, জ্ঞেয়বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোনো বৃত্তি বা ধারণা।** সবিচার ভাববাদের সঙ্গে অবশ্য বস্তুবাদের তেমন বিরোধ নেই, কেননা এই মতে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যদিও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। **সবিচার ভাববাদ অনুযায়ী জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি অনেকাংশে জ্ঞাতার মনের গঠন-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।** আমরা যা জানি তা হল **অবভাস** (Appearance), **বস্তুস্বরূপ** (Reality) নয়।

অপরপক্ষে, **পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক ভাববাদে পরমাত্মাকে একমাত্র সৎ বা সত্য বলা হয়—** জড়-জগৎ ও চেতন-জগৎ একই পরমাত্মার দুটি প্রকাশ মাত্র। তাই জড়-জগৎ ব্যক্তি-মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তি-মনকে বাদ দিয়ে জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই মতবাদের সঙ্গেও তাই বস্তুবাদের বিরোধ নেই। কিন্তু, ব্যক্তি-মনের বাইরে জড়-জগৎ থাকলেও পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে জড়-জগৎ নেই। আসলে চেতন-জগৎ এবং জড়-জগৎ—সবই পরমাত্মার ভাব বা ধারণা—সবই চৈতন্যময়, চৈতন্য থেকে উৎসারিত। **হেগেল এই মতবাদের প্রবক্তা।** হেগেলের ভাববাদ **বিষয়গত ভাববাদ** (Objective Idealism) নামে খ্যাত।

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রধান দুটি মতবাদকে এখন ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

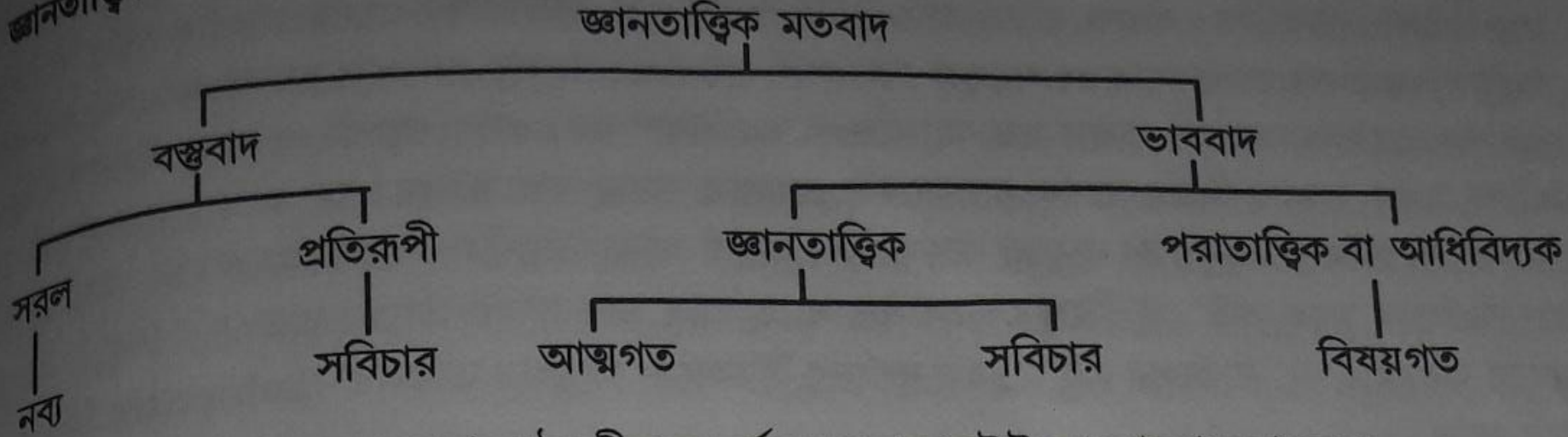

('আত্মগত ভাববাদ' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেটাই আলোচনা করা হল ।

...হওয়ায় সেটাই আলোচনা করা হল]

৫.৯. বার্কলের আত্মগত ভাববাদ
Subjective Idealism of Berkeley

লকের **প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের আত্মগত ভাববাদ**। এই মতে জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই, **জ্ঞেয় বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোনো ভাব বা ধারণা**। মনোনিরপেক্ষভাবে জড়বস্তু নেই। বস্তু বা বস্তুধর্ম হল জ্ঞাতার মনোমধ্যস্থ ধারণা মাত্র। **বার্কলে জড়বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন**। লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুযায়ী আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তুর গুণ-সংক্রান্ত কতকগুলি ধারণা। জড়বস্তুকে আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না। লকের এই মতবাদের সঙ্গে বার্কলে একমত। তিনিও বলেছেন, ধারণাই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। লকের সঙ্গে বার্কলের পার্থক্য হল—**লক্ যে গুণাতিরিক্ত অজ্ঞাত এক জড়দ্রব্যের কথা বলেছেন, বার্কলে সেই জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন**। বার্কলের মতে, 'দ্রব্য আছে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়'—লকের এই উক্তি, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, স্ববিরোধী। যা আছে তাকে দেখা যাবে, অনুভব করা যাবে। যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, তা সৎ নয়।

এই তত্ত্বটি বার্কলে তাঁর স্মরণীয় ল্যাটিন বাক্যে প্রকাশ করেছেন :—'Esse est percipi.' অর্থাৎ 'অস্তিত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষগোচর হওয়া'—'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'—'অস্তিত্বশীলতা ও প্রত্যক্ষণীয়তা অভিন্ন'। সুতরাং 'জড়বস্তু আছে' এ কথা বলা যায় না। উপরন্তু, লক্ যে মুখ্য গুণকে বস্তুধর্ম বলেছেন, বার্কলে তাও অস্বীকার করেছেন (৫.৬-এর প্রতিরূপী বস্তুবাদের **সমালোচনা** অংশটি দ্রষ্টব্য)। বার্কলের মতে, **মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রকৃত কোনো পার্থক্য নেই**। গৌণ গুণের অস্তিত্ব যেমন অনুভব-সাপেক্ষ, মুখ্য গুণের অস্তিত্বও তেমনি অনুভব-সাপেক্ষ। গৌণ গুণের মতো মুখ্য গুণও আমাদের অনুভবজনিত ধারণামাত্র। **জড়বস্তু নেই, বস্তুধর্মও (মুখ্য গুণ) নেই**, কেননা এসব প্রত্যক্ষ হয় না। ধারণাই শুধু প্রত্যক্ষের বিষয়। অতএব **ধারণাই আছে**।

ধারণা হল মনোমধ্যস্থ ভাব। **ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করলে মনের অস্তিত্বও মানতে হয়**। অতএব, বার্কলের মতে, **ধারণা আছে এবং মন আছে**। মনের অস্তিত্ব সংশয়াতীত। মন এবং তার ধারণা ছাড়া আর কিছু নেই। লকের বস্তুবাদের এটাই হল যুক্তিসম্মত পরিণতি। জ্ঞাতাকে 'ম' অক্ষরে, প্রত্যক্ষগোচর ধারণাকে 'ধ' অক্ষরে এবং জড়বস্তুকে 'জ' অক্ষরে প্রতীকায়িত করলে লকের মতবাদটি নিম্নরূপ হয় :

$$\text{ম} \rightarrow \text{ধ} \leftarrow \text{জ}$$

প্রকৃতপক্ষে লকের এই মতবাদই বার্কলের আত্মগত ভাববাদের পথ প্রস্তুত করেছে। মন যখন ধারণা ছাড়া কিছু প্রত্যক্ষ করে না তখন যুক্তিসম্মতভাবে যা বলা যায়, তা হল—

$$\text{ম} \rightarrow \text{ধ}$$

অর্থাৎ মন আছে এবং মনের ধারণা আছে। জড়বস্তু নেই। যাকে আমরা জড়বস্তু বলি, তা হল ধারণার সমষ্টি। সমগ্র বিশ্বে আছে শুধু মন এবং তার ধারণা।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, বার্কলে তাঁর ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

অভিজ্ঞতায় সরাসরি আমরা যা পাই তা হল ধারণা। এসব ধারণাকে জড়বস্তুর ধারণা বলা চলে না, কেননা বস্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়। ধারণা বস্তুর গুণও নয়। ধারণা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য **গুণের ধারণা**। বস্তুর গুণ যখন অনুভূত হয় তখন তা ধারণারূপে অনুভূত হয়। লাল রঙ দেখে আমার মন লাল হয় না, মনে লালের ধারণা হয়। শব্দ শুনে আমার মন শব্দিত হয় না, মনে শব্দের ধারণা হয়। এসব ধারণাই একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়। **অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষ-নির্ভর তখন ধারণাকেই একমাত্র সদ্বস্তু বলতে হয়।** যা জ্ঞাত, যা অনুভূত, তাই সৎ। ধারণা জ্ঞাত বা অনুভূত। কাজেই ধারণা সৎ। ধারণা মনোনির্ভরশীল। ধারণা থাকে মনে। **অতএব মনও সৎ।** বার্কলের মতে তাই **এই বিশ্বে কেবল মন আছে আর তার ধারণা আছে।** এর বেশি কিছু আছে বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বার্কলের এই মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে **'আত্মগত ভাববাদ' (Subjective Idealism)** নামে খ্যাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'ধারণা' শব্দটিকে লক্‌, বার্কলে প্রমুখ দার্শনিকগণ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেন—সংবেদন, অন্তর্বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, প্রতিরূপ, প্রত্যয় প্রভৃতিকে তাঁরা 'ধারণার' অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাধারণ বুদ্ধিতে বার্কলের এই মতবাদ আজগুবি বলে মনে হলেও এই মতবাদকে সহজে খণ্ডন করা যায় না। কথিত আছে যে, **ডঃ জন্‌সন্‌** তাঁর প্রখর কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে বার্কলের আত্মগত ভাববাদ খণ্ডনের জন্য একটি পাথরে সজোরে পদাঘাত করে বলেন, **'এইভাবে** আমি বার্কলের মতবাদ খণ্ডন করছি।' 'এইভাবে' বলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল—'পদাঘাতের ফলে জুতো ছিঁড়ে গেল, পায়ে আঘাত লাগল এবং তিনি আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব করলেন।' জন্‌সনের সহজবুদ্ধির ব্যাখ্যা হল—পাথরটা তবে মনের ধারণা নয়—পাথরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে; নতুবা জুতো ছেঁড়া, পায়ে আঘাত ও আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বার্কলের যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ সাধারণ বুদ্ধিতে খণ্ডন করা দুরূহ। পাথরের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জন্‌সন্‌ পাথরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হননি। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল দৃষ্টিগত, স্পর্শগত ও পেশীগত কতকগুলি সংবেদন ও ব্যথার অনুভূতি। এসবই মানসিক বৃত্তি বা ধারণা। এসবের কারণস্বরূপ কোনো জড় পদার্থের অর্থাৎ পাথরের মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব প্রমাণে তিনি সমর্থ হননি।

বার্কলের এই **আত্মগত ভাববাদের অনিবার্য পরিণতি হল অহংসর্বস্ববাদ** (Solipcism)। এই মতে, কেবল আমি (অহং) ও আমার ধারণা ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আমি আছি এবং 'আমার ধারণা আছে'—একথা বলার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু 'এ ছাড়া আর কিছুই নেই'—এই অহংসর্বস্ববাদ গ্রহণ করলে **বস্তুজগতের স্থায়িত্বকে** ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার প্রত্যক্ষের বিষয় যে ধারণা—এ কথা স্বীকার করা গেলেও সেসব ধারণা যে আমার দ্বারাই সৃষ্ট—এমন কথা বলা যায় না। আমার সামনের যে টেবিলটিকে আমি দেখছি সেটি কতকগুলি ধারণার সমষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এসব ধারণাকে আমি সৃষ্টি করিনি। টেবিল প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষ ব্যাপারটি যদিও মানসিক বৃত্তি, কিন্তু এই বৃত্তি আমার খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়নি। আমি যখন টেবিলটি দেখি না, তখন **অন্য কেউ** টেবিলটি প্রত্যক্ষ করতে পারে। সুতরাং স্বীকার করতে হয়, টেবিলের ধারণাটি আমার মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। এমন ক্ষেত্রে আমার মনের বাইরে **একটা কিছুকে** স্বীকার করতে হয়, যা আমার এবং অন্যের মনে টেবিলের ধারণা সৃষ্টি করে।

বার্কলে তাঁর ভাববাদ বর্জন না করেই **নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে** বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আমাদের মনের ধারণার **কারণস্বরূপ** আমাদের মনাতিরিক্ত **একটা কিছুকে** স্বীকার করেছেন, যদিও সেই 'একটা কিছু' লক্‌-সমর্থিত কোনো জড়দ্রব্য নয়। ধারণা হল মানসবৃত্তি। মানসবৃত্তির কারণ কখনও জড়বস্তু হতে পারে না, কেননা—কার্য-কারণ সূত্র অনুযায়ী কার্য ও কারণকে সমধর্মী হতে হবে। মন বা আত্মা থেকেই ধারণার উদ্ভব হতে পারে। বার্কলের মতে, আমাদের মনে বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির **ধারণার কারণ হল এক অসীম ও অনন্ত অধ্যাত্ম সত্তা**। একেই বার্কলে 'ঈশ্বর' বলেছেন। আমরা যে ধারণাকে **বস্তুজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করি তা হল ঈশ্বরের মনের ধারণা। ঈশ্বরের মনের ধারণাই আমাদের কাছে বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়।** কাজেই আমি অথবা কোনো সসীম জীব আমার ঘরের টেবিলটি প্রত্যক্ষ না করলেও ঈশ্বরের মনের ধারণারূপে তা আমাদের মনের বাইরে অস্তিত্ববান থাকে।

স্পষ্টতই, বার্কলে ব্যক্তি-মনের বাইরে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল—ব্যক্তি-মনের বাইরে বস্তু থাকলেও সেই বস্তু ধারণা ছাড়া কিছু নয়— সেই বস্তু ঈশ্বরের বা পরমাত্মার মনের ধারণারূপে অস্তিত্ববান থাকে। বস্তুবাদী লকের মতো বার্কলেও তাই ব্যক্তি-মনোনিরপেক্ষ বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। লকের সঙ্গে বার্কলের প্রধান পার্থক্য হল, লকের মতে ব্যক্তি-মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ তা জড়ধর্মী, আর বার্কলের মতে জড়ের কোনো অস্তিত্ব নেই, ব্যক্তি-মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ তা চেতনাধর্মী, তা ঈশ্বরের মনের ধারণা মাত্র। **বার্কলে জগতের স্বাতন্ত্র্য খুঁজেছেন এক অসীম সর্বগত মনের মধ্যে, মনের বাইরে কোনো জড়-সত্তার মধ্যে নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের পর বার্কলের ভাববাদের মূল কথা হল—আমি আছি, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের ধারণা-সৃষ্ট বস্তুজগৎ আছে।** ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করে বার্কলে এভাবে অহং-সর্বস্ববাদের দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ঈশ্বর স্বীকৃতির পর বার্কলে বস্তুজগৎকে ব্যক্তিমন-নির্ভর বলেননি, তিনি ব্যক্তিমনের বাইরে বস্তুজগতের—গাছপালা, নদীনালা ইত্যাদিকে ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ বলেছেন। এজন্য **অনেকে বার্কলের এপ্রকার ভাববাদকে—ঈশ্বর স্বীকৃতির পর তাঁর ভাববাদকে—বিষয়গত ভাববাদও (Objective idealism) বলেছেন।**

সমালোচনা (Criticism) :

...—বিষয়গত ভাববাদও (Objective ide-

সমালোচনা (Criticism) :

(১) 'অস্তিত্ব-প্রত্যক্ষ-নির্ভর'-বার্কলের এই মূল তত্ত্বটি মানা যায় না। দার্শনিক মূর (Moore) প্রমুখ। নব্যবস্তুবাদীরা কথাটিকে ঘুরিয়ে বলেছেন, 'প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব-নির্ভর।' অর্থাৎ বিষয়ের অস্তিত্ব আছে বলেই তা আমাদের মনে প্রত্যক্ষগোচর ধারণার সৃষ্টি করে। বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে না, বরঞ্চ প্রত্যক্ষই বস্তুর অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। **বস্তুর অস্তিত্ব বস্তু-প্রত্যক্ষের পূর্বগামী।** আমার ঘরের টেবিলটির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে না, বরং টেবিলটা আগে থেকে ছিল বলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আকাশ-কুসুমের অস্তিত্ব নেই বলে তা প্রত্যক্ষ হয় না। আমার সামনের টেবিলটির অস্তিত্ব আছে বলে তা প্রত্যক্ষের বিষয়।

(২) নব্যবস্তুবাদী পেরীর (Perry) মতে, **বার্কলের ভাববাদ অহং-কেন্দ্রিকতা দোষে** (Fallacy of Ego-centric predicament) **দুষ্ট।** বার্কলের মতে, **বিষয়ের** অস্তিত্ব জ্ঞাতা-নির্ভর অর্থাৎ অহং-কেন্দ্রিক (ego-centric)। বার্কলে এখানে **'জ্ঞানের বিষয়' এবং 'বিষয়ে'র মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা উপলব্ধি করতে পারেননি।** একথা সত্য যে, কোনো বিষয়কে **জ্ঞানের বিষয়** হতে গেলে তাকে মনের ওপর নির্ভর করতে হয় ; কিন্তু কোনো কিছুকে **অস্তিত্ববান (বিষয়)** হতে গেলে তাকে মনের ওপর নির্ভর না করলেও চলে। আকাশে এখনও অনেক অজানা নক্ষত্র আছে, সাতসমুদ্রের অতল তলে এখনও অনেক মণি-মুক্তা আছে যা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু অস্তিত্বহীন নয়।

(৩) বার্কলের মতে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা আন্তর-সম্বন্ধ। আন্তর-সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাজেই, জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'বিষয়ী' (জ্ঞাতা) ভিন্ন 'বিষয়' থাকতে পারে না, 'বিষয়' সম্পূর্ণভাবে 'বিষয়ী-নির্ভর' হয়। কিন্তু নব্যবস্তুবাদীরা এ কথা মানেন না। তাঁদের মতে, **বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বাহ্য-সম্বন্ধ**—সম্বন্ধ বিচ্ছেদে বিষয় বা বিষয়ী কোনোটিরও কিছু হানি হয় না। **জ্ঞান-সম্বন্ধে আবদ্ধ না হয়েও 'বিষয়' থাকতে পারে, যদিও তা 'জ্ঞানের বিষয়রূপে' থাকে না।** পিতা ও পুত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। পুত্র না থাকলে কোনো ব্যক্তি পিতা নয় ; কিন্তু পুত্রকে বাদ দিয়ে পিতার 'পিতারূপে' অস্তিত্ব না থাকলেও অন্য কোনোভাবে (যেমন—শিক্ষকরূপে, কোনো সমিতির সদস্যরূপে) অস্তিত্ব থাকে। পুত্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তেমনি, **জ্ঞাতাকে বাদ দিয়েও, জ্ঞানের বস্তু না হয়েও, কোনো না কোনোভাবে বিষয় থাকতে পারে।**

(৪) **ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ইন্দ্রিয়লব্ধগুণাবলী (যথা—রঙ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি) এবং তাদের সংবেদন—উভয়কে সমার্থক মনে করে বার্কলে ভুল করেছেন।** বার্কলের যুক্তি হল—যেহেতু উভয়কে পৃথক করা যায় না সেহেতু তারা অভিন্ন। যেহেতু সবুজ রঙ-কে (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) সবুজ রঙের চেতনা বা

সংবেদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই হেতু সবুজ রঙ চেতনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ সবুজের-চেতনা-অতিরিক্তভাবে সবুজ রঙের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অবিচ্ছিন্নতা অভিন্নতা প্রমাণ করে না। একটি পৃষ্ঠার দুটি দিক অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু এক নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও সংবেদন অবিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল অনুভবের বিষয় আর সংবেদন হল অনুভব যা মানসিক বৃত্তি। একথা ঠিক যে, অনুভূত না হলে কোনো বিষয় আছে, তা বলা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অনুভবের মতো অনুভূত বিষয়টিও মানসিক বিষয় এবং তার মনাতিরিক্ত অস্তিত্ব নেই। আমার সবুজের সংবেদন হলে সেটি হয় মানসিক ধারণা, কিন্তু অনুভবের বিষয় সবুজ বর্ণটিকে কোনোভাবেই মানসিক ধারণা বা মনোগত বলা চলে না। চেতনা ও চেতনার বিষয়কে কোনোমতেই অভিন্ন কল্পনা করা যায় না।

(৫) 'ধারণা' শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ না করার জন্যই বার্কলে তাঁর দর্শনে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। আসলে বার্কলে 'ধারণা' শব্দটিকে দুটি অর্থে গ্রহণ করে তাদের যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। ধারণার দুটি অর্থ হল—(১) অনুভূতি বা সংবেদন, (২) ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যেহেতু প্রথম অর্থে (অনুভূতি) 'ধারণা' হল মানসিক, সেহেতু দ্বিতীয় অর্থেও (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) 'ধারণা' মানসিক হবে—এমন মনে করে বার্কলে বড় রকমের ভুল করেছেন।

(৬) অহংসর্বস্ববাদ এড়াবার জন্য বার্কলের ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকৃতি তাঁর মূল মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের মূল কথা হল, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞানের পথ। ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং বার্কলের 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর' (Esse est percipi) সূত্র অনুসরণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উপরন্তু, বার্কলের মতে, আমরা কেবল ধারণাই প্রত্যক্ষ করি। এমন ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমার সামনে অবতীর্ণ হলেও, আমার ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, কেননা, সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরও আমার মনের ধারণায় পর্যবসিত হয়। কাজেই ঈশ্বর-প্রকল্পের মাধ্যমে বার্কলে অহংসর্বস্ববাদের দোষ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। বার্কলের মত যুক্তিসম্মতভাবে অনুসরণ করে যা বলা চলে তা হল—'কেবল আমি আছি ও আমার মনের ধারণা আছে'। এ হল অহংসর্বস্ববাদ (Solipcism)। অহংসর্বস্ববাদ গ্রহণ করলে কবির (রবীন্দ্রনাথের) কথায় বলতে হয়, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' এ কথার কাব্যিক মূল্য থাকলেও তাত্ত্বিক মূল্য নেই।

৫.১০. বার্কলের ভাববাদ কী অহংসর্বস্ববাদ?
Is Berkeley's Idealism Solipcism ?

বার্কলের ভাববাদ 'আত্মগত ভাববাদ' (Subjective Idealism) নামে খ্যাত। আত্মগত ভাববাদ অনুসারে, যেসব বস্তু বা বস্তুধর্ম আমরা-প্রত্যক্ষ করি তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাতার মনের ওপর নির্ভর করে, কেননা তারা জ্ঞাতার মনের ধারণা বা ভাব মাত্র। গাছপালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি যা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা কতকগুলো ধারণার সমষ্টি। টেবিল আমার কাছে কতকগুলো সংবেদন বা ধারণার সমষ্টিমাত্র। যথা—কাঠিন্য, বর্ণ, আকার ইত্যাদি। এসবের অতিরিক্ত কোনো জড়বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। কাজেই ধারণা-অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু-কল্পনা অমূলক ও যুক্তিহীন।

ধারণা থাকে মনে। কাজেই ধারণার ধারকরূপে আমার মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। বার্কলের মতে, আমি (মন) আছি এবং আমার মনের ধারণা আছে—এ ছাড়া অন্য কিছু নেই। এ হল অহংসর্বস্ববাদের কথা। এইকারণে বার্কলের আত্মগত ভাববাদকে অনেকে 'অহংসর্বস্ববাদ' বলে অভিযুক্ত করেছেন কেননা ব্যক্তি-বিশেষের (প্রত্যক্ষ-কর্তার) মনই এখানে 'আমি' = অহং।

অহংসর্বস্ববাদ বস্তুর ধারাবাহিক অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। প্রত্যক্ষের বস্তু যদি আমার ধারণা ছাড়া কিছু না হয়, তবে বলতে হয়—যতক্ষণ আমি বস্তুটি দেখছি ততক্ষণ তা আছে, আর যখন আমি তাকে দেখছি না, তখন তা নেই। যতক্ষণ আমি ঘরের টেবিলের ধারণা লাভ করছি ততক্ষণ টেবিলটি আছে, যখন আমি ঘরের বাইরে থাকি এবং টেবিলের ধারণা পাই না, তখন টেবিলটি নেই। এমন অবস্থায় কোনো বস্তুর ধারাবাহিক স্থায়িত্ব থাকে না। বস্তু এই মুহূর্তে আছে, পরের মুহূর্তে নেই—এমন উদ্ভট কথা বলতে হয়।

অপর ব্যক্তির উল্লেখ করেও (আমি না দেখলেও অপর ব্যক্তি যারা ঘরে আছে তারা টেবিলটিকে দেখতে পায়—এমন বলেও) টেবিলের ধারাবাহিক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে অপর ব্যক্তিরাও টেবিলের মতো কতকগুলি ধারণার সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়।

উপরন্তু, **অহংসর্বস্ববাদ গ্রহণ করলে বিষয়-প্রত্যক্ষ আমার খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে।** যদি আমার মনের ধারণাই হয়, তবে যে-কোনো ধারণা যে-কোনো সময়ে সৃষ্টি করে আমার ইচ্ছামতন আমি বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে, ধারণা প্রত্যক্ষের ব্যাপারে আমাদের মন নিষ্ক্রিয়—বিশেষ বিশেষ ধারণা আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হই। আমার প্রত্যক্ষের টেবিলটিকে ধারণার সমষ্টি বলে মানা গেলেও, সেসব ধারণাকে যে আমি সৃষ্টি করিনি, এটাও মানতে হয় ; কেননা আমি আমার ইচ্ছামতো টেবিলের পরিবর্তে হাতি প্রত্যক্ষ করতে পারিনা।

কাজেই, আমাদের মনের বাইরে কোনো শক্তি স্বীকার করতে হয়, যা আমাদের মনে ধারণাগুলি সৃষ্টি করেছে। বার্কলে এই শক্তিকে 'জড়শক্তি' না বলে 'ঐশ্বরিক শক্তি' বলেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর আমাদের মনে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ধারণা প্রেরণ করেন, যার ফলে আমাদের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভব হয়। আমরা যেসব বস্তুর ধারণা প্রত্যক্ষ করি আসলে তা ঈশ্বরের মনের ধারণা। কাজেই আমি যখন আমার ঘরের টেবিলটি প্রত্যক্ষ করি না, তখন টেবিলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কেননা টেবিল তখন ঈশ্বরের মনের ধারণা হয়ে বিরাজ করে।

এভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে বার্কলে অহংসর্বস্ববাদের দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। **ঈশ্বর-স্বীকৃতির পর বার্কলের মতটি হয়—আমি ও আমার ধারণাই সব নয়। আমার মনস্থিত ধারণার হেতুস্বরূপ ঈশ্বরও আছেন।** অতএব আমি আছি, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের ধারণা-সৃষ্ট বিশ্বজগৎ আছে।

কিন্তু **বার্কলের ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকৃতি তাঁর মূল মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়নি।** বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের মূল কথা হল, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞানের পথ। ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং বার্কলের Esse est percipi সূত্র অনুসরণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উপরন্তু, বার্কলের মতে আমরা কেবল ধারণাই প্রত্যক্ষ করি। এমন ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমার সামনে অবতীর্ণ হলেও, আমার ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, যেহেতু ঈশ্বর আমার মনের ধারণায় পর্যবসিত হয়। কাজেই, **ঈশ্বর-প্রকল্পের মাধ্যমে বার্কলে অহংসর্বস্ববাদের দোষ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।** বার্কলের মত যুক্তিসম্মতভাবে অনুসরণ করে যা বলা চলে তা হল, 'কেবল আমি আছি এবং আমার মনের ধারণা আছে।' এ হল অহংসর্বস্ববাদ।